যুগান্তর

বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধে মিশ্রপ্রতিক্রিয়া

ছাত্র রাজনীতি বন্ধ কোনো সমাধান নয় -ড. কামাল হোসেন * সব বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত-বদিউল আলম মজুমদার

প্রকাশ : ১৩ অক্টোবর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

যুগান্তর রিপোর্ট

বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের সিদ্ধান্তে সাবেক ছাত্রনেতা ও সুশীলসমাজের প্রতিনিধিরা মিশ্রপ্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। রাজনীতিবিদ ও সাবেক ছাত্রনেতারা বলছেন, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ কোনো সমাধান নয়। এর কোনো যৌক্তিকতা নেই। বরং ছাত্র রাজনীতির নামে যে অপরাজনীতি প্রবেশ করেছে, সেটা বন্ধ করতে হবে। মাথাব্যথা হলে মাথা কেটে ফেলা সমাধান নয়।

আর সুশীলসমাজের প্রতিনিধিরা বলছেন, ‘ছাত্র সংগঠনগুলো রাজনৈতিক দলের লেজুরে পরিণত হয়েছে। এ কারণেই খুন-হানাহানির মতো ঘটনা ঘটছে। সব বিশ্ববিদ্যালয়েই ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করা উচিত।’

ছাত্র রাজনীতির অতীত ইতিহাস তুলে ধরে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ গণফোরাম সভাপতি ড. কামাল হোসেন যুগান্তরকে বলেন, ‘ছাত্র রাজনীতি বন্ধ কোনো সমাধান নয়। বরং ছাত্র রাজনীতির নামে যে অপরাজনীতি প্রবেশ করেছে, সেটা বন্ধ করতে হবে। ছাত্র রাজনীতির একটা গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আছে। সেই গৌরবময় ইতিহাসকে ফিরিয়ে আনতে হবে।’

ডাকসুর সাবেক ভিপি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, ‘ছাত্র রাজনীতি বন্ধ নয়, এটি আরও উন্মুক্ত করে দিতে হবে।’ ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি তো নিষিদ্ধই আছে। সেখানে ছাত্র ইউনিয়নকে কাজ করতে দেয়া হয় না। সেখানে ছাত্রলীগের ফ্যাসিস্ট রাজত্ব কায়েম আছে, ছাত্র রাজনীতি নেই। সুতরাং যেটা নেই, সেটা নিষিদ্ধ করার প্রশ্নই উঠে না।’

ছাত্র রাজনীতির জন্য বুয়েটে আবরার হত্যাকাণ্ড ঘটেনি মন্তব্য করে তিনি বলেন, ‘ছাত্র রাজনীতি না থাকার কারণে ছাত্রলীগ সেখানে ফ্যাসিস্ট দুর্গ বানিয়েছে। দখলদারিত্ব কায়েম করেছে। মনে রাখতে হবে, দেশপ্রেম একটা রাজনীতি। অর্থাৎ রাজনীতি নিষিদ্ধ করার মানে দেশপ্রেম নিষিদ্ধ করে দেয়া। রাজনীতি আরও উন্মুক্ত করে দিতে হবে। তবে দুর্বৃত্তায়ন ও দলবাজি করতে দেয়া যাবে না এবং

ছাত্র রাজনীতির নামে যেসব অপরাধ করা হচ্ছে, সেগুলোয় আঘাত করতে হবে। মাথাব্যথা হলে মাথা কেটে ফেলা সমাধান না। ছাত্র রাজনীতির চেয়ে জাতীয় রাজনীতিতে আরও বড় বড় অপরাধমূলক কাজ হচ্ছে।'

ডাকসুর সাবেক ভিপি ও সুলতান মোহাম্মদ মনসুর এমপি বলেন, 'ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে সব আন্দোলন সংগ্রামে ছাত্ররাজনীতির অগ্রণী ভূমিকা ছিল। বর্তমানে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, এতে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করলে সমাধান হবে না। বরং ছাত্র রাজনীতির নামে টেন্ডারবাজি, দলবাজি, চাঁদাবাজি, দলখদারি বন্ধ করতে হবে।' তিনি বলেন, 'ডাকসু নির্বাচন হয়েছে। এখন দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।'

ডাকসুর সাবেক ভিপি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, 'ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের যৌক্তিকতা নেই। যারা ছাত্র রাজনীতির নামে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালায়, তাদের নিষিদ্ধ করতে হবে।'

গণফোরামের নির্বাহী সভাপতি অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী বলেন, 'ছাত্র রাজনীতি বন্ধের ফল সুখকর হবে না। বরং ছাত্র রাজনীতির নামে অপরাজনীতি বন্ধ করতে হবে।'

তবে ছাত্র রাজনীতির নেতিবাচক দিক তুলে ধরে রাজনীতি বন্ধের পক্ষেই মত দিয়েছেন সুজনের সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদারসহ কয়েকজন। বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'এটা সঠিক সিদ্ধান্ত এবং সব বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। কারণ রাজনৈতিক সংগঠনের লেজুর সংগঠন হিসেবে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি আইনের পরিপন্থী। আমাদের গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশের ৯০বি ধারায় বলা আছে, কোনো নিবন্ধিত দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন থাকতে পারবে না। যদিও দলগুলোর গঠনতন্ত্রে অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের কথা বলা নেই, সেখানে ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন হিসেবে লেজুর সংগঠন ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে যেটা চলছে, সেটা ছাত্র রাজনীতি নয়- ছাত্রদের অপব্যবহার করার রাজনীতি, ছাত্রদের লাঠিয়াল হিসেবে ব্যবহার করার রাজনীতি।' তিনি বলেন, 'এখন নির্বাচন কমিশনের জেগে ওঠার সময় হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে ৯০বি ও ৯০সি ধারা যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা।' সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ বলেন, 'আবরার হত্যার পর বুয়েটের সাধারণ শিক্ষার্থীরা ছাত্র রাজনীতির বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। তাদের দাবির মধ্যে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের বিষয়টিও ছিল। আমার মনে হয়, এজন্যই ছাত্র রাজনীতি বুয়েটে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এতে খারাপ কিছু দেখছি না। বর্তমান পরিস্থিতিতে বুয়েটের জন্য এই সিদ্ধান্ত সঠিক আছে।'

বিশিষ্ট সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড. শাহদীন মালিক বলেন, 'এখন তো দেশে ছাত্র রাজনীতি নেই। ছাত্র রাজনীতির নামে বিভিন্ন হত্যাকাণ্ড, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজিসহ, বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কার্যকলাপ হচ্ছে। তাই এই অপরাধমূলক কার্যকলাপ বন্ধ করতে হলে কিছু দিনের জন্য ছাত্ররাজনীতি বন্ধ রাখতে হবে। অপরাধমূলক কার্যকলাপ বন্ধে একটা পন্থা হিসেবে তথাকথিত ছাত্র রাজনীতি একটা সময় পর্যন্ত বন্ধ থাকাই শ্রেয়।'

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।